'প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত'

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

১১ জুলাই ২০১০

World Population Day

11 July 2010

'Everyone Counts'

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় | বিশেষ ক্রোড়পত্র | Directorate General of Family Planning, Ministry of Health & Family Welfare

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
২৭ আষাঢ় ১৪১৭
১১ জুলাই ২০১০

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জনসংখ্যা রাষ্ট্রের অন্যতম মূল উপাদান। সভ্যতা ও অগ্রগতির ধারক বাহক। পরিকল্পিত ও পরিমিত জনসংখ্যা একটি দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমি বিশ্বাস করি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ মানবসম্পদ বাংলাদেশকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারে। জনবহুল বাংলাদেশে পরিকল্পিত পরিবার অপরিহার্য। এ প্রেক্ষিতে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত' অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। পরিকল্পিত পরিবার গঠনে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে সক্ষম দম্পতির নিকট পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি জনসংখ্যাবৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১১ জুলাই ২০১০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে দিবসটি পালিত হয়ে থাকে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে– 'প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত'।

পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মা ও শিশুস্বাস্থ্যের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুরুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি অতীব জরুরি। সেই সাথে প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন। এজন্য স্থায়ী উন্নয়ন নীতি ও কার্যক্রমের সাথে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্ব দিয়ে যুক্ত করতে হবে।

সরকার নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন ও সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। গ্রাম পর্যায়ে মাঠকর্মীদের মাধ্যমে ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ ও সেবা প্রদান ছাড়াও স্যাটেলাইট ক্লিনিক, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, এমসিএইচ ইউনিট এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হবে।

সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের পাশাপাশি সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণ আরো বাড়াতে হবে। আমি প্রতিটি পরিবারের পুরুষ সদস্যদের পরিকল্পিত পরিবার গঠন ও মায়ের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১০ সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এবার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১০ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে– 'প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত'। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়েও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

একটি দেশের পরিমিত জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে সে দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়ন। আমাদের দেশে বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দারিদ্র্য, শিক্ষার নিম্নহার, কুসংস্কার ও সীমিত জনবলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জনমিতিক সূচকসমূহে আমাদের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক।

বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই বর্তমান সরকার আমাদের কর্মী ও সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো জনবল নিয়োগ, তৃণমূল পর্যায়ে সেবাকেন্দ্রের মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও দক্ষ কর্মীদের পুরস্কৃত করাসহ বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। শহরের বস্তি, চর, হাওর-বাঁওড় ও নদীবহুল এলাকায় সেবা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমে রাজনৈতিক ও সামাজিক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব, বেসরকারি সংস্থাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরের সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে যা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কারণ, নির্ধারিত সময়ে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কার্যক্রম, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ এবং দিন বদলের সনদ ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এ সহযোগিতার বিকল্প নেই।

আমি, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সর্বস্তরের কর্মীদের আরো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১০ এর সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির, এম, পি

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এবার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১০ পালিত হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'Everyone Counts' যার বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে 'প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত'। একটি পরিবারের সদস্যসংখ্যা পরিকল্পিত হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণসহ সচ্ছলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এজন্য প্রতিটি শিশুর জন্মের পূর্বেই সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১ জুলাই দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের দেশে সম্পদ ও আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। অধিক জনসংখ্যা শুধু যে আমাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেই সংকটের সৃষ্টি করছে তা নয়– পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, সামাজিক অস্থিরতা ও দারিদ্র্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সরাসরি প্রভাব ফেলছে। এর প্রভাবে সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।

পরিকল্পিত পরিবার একটি দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। পরিবার পরিকল্পনার তথ্য ও সেবা পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। বিশ্বের যে সকল দেশ দ্রুত উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে সে সকল দেশ পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে সীমিত রাখার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমাদের দেশেও সরকার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গৃহীত এসব কর্মসূচিতে সমাজের সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগণকে আরো বেশি করে সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১০-এ গৃহীত সকল কর্মসূচিতে সংশিষ্ট সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণের আহ্বান জানাই।

শেখ আলতাফ আলী

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
২৭ আষাঢ় ১৪১৭
১১ জুলাই ২০১০

বাণী

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১০ উপলক্ষে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল এ বছর প্রতিপাদ্য নির্বাচন করেছে 'Everyone Counts'। আমাদের কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে এর বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে 'প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত'। সারাদেশে দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত র‍্যালি, আলোচনা সভা, কৃতী কর্মীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ, সেবাকেন্দ্রসমূহে বিশেষ সেবাদান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিকল্পিত সন্তান জন্মদানের বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক এবং পারিবারিক সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মহিলা কোন বয়সে, কত বিরতিতে, ক'টি সন্তান নেবেন– এসবই পরিকল্পিত জন্মের অন্তর্ভুক্ত। মূলত অপরিকল্পিত জন্মের কারণে আমাদের দেশে মাতৃমৃত্যুর হার এখনও অনেক বেশি– বছরে প্রায় ১২ হাজার মা অকালে প্রাণ হারান। একই কারণে শিশুমৃত্যুর হারও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে হ্রাস পায়নি। এ জন্যই সন্তান জন্মদানের আগে প্রতিটি দম্পতিকে পরিকল্পিত জন্মদানের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন।

পরিকল্পিত সন্তান জন্মদানের লক্ষ্যে দম্পতিগণকে তাদের সুস্বাস্থ্য ও নবজাতকের পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রয়েছে কিনা সে বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বিয়ের পরে কমপক্ষে ২১ বছর বয়সে গর্ভধারণ, গর্ভকালীন পরিচর্যা, গর্ভ-জটিলতায় জরুরী প্রসূতি সেবা গ্রহণে ৩টি বিলম্ব ও গর্ভকালীন ৫টি বিপদ চিহ্ন, নিরাপদ প্রসবের জন্য ক্লিনিক বা হাসপাতাল নির্বাচনসহ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। অবশ্যই প্রসবপূর্ব-প্রসবকালীন-প্রসবোত্তর সেবার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর সেবা ও পরামর্শ নিতে হবে। পরিকল্পিত সন্তান জন্মদানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে– দুই সন্তানের মাঝে ৫ বছর বিরতি প্রদানে প্রয়োজনীয় জন্মনিরোধক ব্যবহার করা ও দুটির বেশি সন্তান গ্রহণ না করা। কিন্তু অনেক সময় এ বিষয়গুলো সম্পর্কে দম্পতিরা যথেষ্ট অবহিত থাকেন না বা এ বিষয়ে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেন না। পরিণতিতে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু কিংবা এ সংক্রান্ত অসুস্থতা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এদেশে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। আমাদের অর্জন অনেক কিন্তু বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এখনও সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার কাজে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রতিটি জন্মই যেন পরিকল্পিত হয়– এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে গৃহীত সকল কার্যক্রম সফল হোক।

মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম

'প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত'

১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Everyone Counts'. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর ভাবান্তর করা হয়েছে 'প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত'। আমাদের দেশে অপরিকল্পিত গর্ভধারণের কারণে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার অনেক বেশি। গর্ভ ও প্রসবজনিত জটিলতার কারণে প্রতি বছর ১২ হাজার অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৩ জন মায়ের মৃত্যু হয়।

মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর এ উচ্চ হারের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিতভাবে সন্তান জন্মদানে দম্পতিদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, চলচ্চিত্র প্রর্দশনী, বিশেষ সেবা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, রেডিও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার, পরিবার পরিকল্পনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড- ২০১০ ইত্যাদি। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে স্মরণিকা, ব্রোশিউর, লিফলেট, পোস্টার এবং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। যাতে জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে আরো বেশি সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং এর পাশাপাশি কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট সকলে সেবা প্রদানে আরো তৎপর হতে পারেন।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত: বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ছোট্ট দেশ। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। বিবিএস-২০০৯ এর তথ্য অনুযায়ী জুলাই ২০০৯ সালে জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৬৬ লাখ। প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ জনগোষ্ঠী বর্তমান জনসংখ্যার সাথে যুক্ত হচ্ছে। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৯৩ জন লোক বসবাস করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৩৯। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আগামী প্রায় ৫০ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণনা ব্যুরো থেকে প্রকাশিত ২০১০ সালের জরীপ প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসছে। সামনের দিনগুলোতে এ হার আরো কমবে। তখন বাংলাদেশ শীর্ষ জনবহুল দেশগুলোর তালিকা থেকে এক ধাপ পিছিয়ে আসবে, শিশুমৃত্যুর হার কমবে ও গড় আয়ু বাড়বে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার (১.৩৯) ২০১৫ সাল পর্যন্ত একই থাকবে। পরবর্তীতে এই বৃদ্ধির হার কমতে থাকবে এবং ২০২৫ সালে এ হার কমে হবে ১.২ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমার কারণে ২০২৫ সালে বাংলাদেশ শীর্ষ দশটি জনবহুল দেশের তালিকা থেকে এক ধাপ পিছিয়ে অষ্টম স্থানে নেমে যাবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমছে। এর মধ্যে প্রজনন হার ২০১৫ সালে হবে ২.৪ এবং ২০২৫ সালে হবে ২.১। বর্তমানে প্রজনন হার ২.৭।

বাংলাদেশে বিগত কয়েক শতকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ ভূখণ্ডে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ কোটি। ২০০ বছর পর বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ অর্থাৎ ২ কোটি হয়। এই ২ কোটি জনসংখ্যা ৪ কোটি ১৯ লাখ হয় ৯১ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪১ সালে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি।

পরিবার পরিকল্পনা মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস করে : একটি দেশের জনগণের জীবনমান কতটুকু উন্নত তা নির্ধারিত হয় মাতৃস্বাস্থ্যের অবস্থা নিরূপণের মাধ্যমে। আমাদের দেশে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর উচ্চ হার জনগণের অনুন্নত জীবনমানেরই পরিচায়ক। মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করতে হলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সাফল্য অন্যতম পূর্বশর্ত। দেখা গেছে, আমাদের দেশে যেসব এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার কম সেসব এলাকায় মাতৃমৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে বেশি। সিলেট বিভাগে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার সবচেয়ে কম (৩১.৫%)। এজন্য এখানে মাতৃমৃত্যুর হারও সবচেয়ে বেশি (৪.৭১)। তেমনিভাবে রাজশাহী বিভাগে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার সবচেয়ে বেশি (৬৫.৯ %) এবং এখানে মাতৃমৃত্যুর হার সবচেয়ে কম (২.২৩)। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রেও এ সত্যটি প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ– আয়ারল্যান্ড, কানাডা, নরওয়ে, মাল্টা, সুইজারল্যান্ড, গ্রীস ও বেলজিয়ামের কথা বলা যায়। এসব দেশে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৭৪ থেকে ৮৭ শতাংশের মধ্যে এবং মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) .০১ থেকে .০৮-এর মধ্যে এবং শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ৩ থেকে ৭-এর মধ্যে। অপরদিকে আফগানিস্তান, এঙ্গোলা, লাইবেরিয়া, সোমালিয়া ও নাইজেরিয়ায় ঈচজ ৬ থেকে ১৫-এর মধ্যে। এসব দেশে মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ১১ থেকে ১৮-এর মধ্যে এবং শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ৯৩ থেকে ১৫৪-এর মধ্যে। এজন্য মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর সাথে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার অর্থাৎ ঈচজ -এর একটি সম্পর্ক রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বাড়ানো গেলে গর্ভধারণের হার কমবে। গর্ভধারণের হার কমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হারও কমে আসবে।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে বিগত প্রায় ছয় দশকের সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় আমরা অনেক সফলতা অর্জন করেছি। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (সিপিআর) ১৯৭৫ সালের ৭.৭% থেকে বর্তমানে (২০০৭) ৫৫.৮-এ হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ গত ৩২ বছরে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার গড়ে ১.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধির ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের হার কমে এসেছে। কমে এসেছে অল্প বয়সে ও অধিক সংখ্যায় গর্ভধারণের হার। বেড়েছে একটি সন্তান থেকে আরেকটি সন্তান জন্মের মধ্যে সময়ের ব্যবধান। এভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের হার কমে আসায় মোট প্রজনন হার কমে এসেছে।

মোট প্রজনন হার ১৯৭১ সালের ৬.৩ থেকে ২০০৭ সালে ২.৭-এ হ্রাস পেয়েছে (বিডিএইচএস-২০০৭), একইভাবে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হারও কমে এসেছে। মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৮২ সালের ৬.২ থেকে ২০০৭ সালে ২.৯-এ হ্রাস পেয়েছে (মিড-টার্ম এমডিজি প্রগ্রেস রিপোর্ট -২০০৭, বাংলাদেশ) এবং এক বছরের কমবয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ১৯৭৫-এর ১৫০ থেকে ২০০৭ সালে ৫২তে হ্রাস পেয়েছে (বিডিএইচএস-২০০৭)। এসবের সার্বিক প্রভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭১ -এর ৩.০% থেকে ২০০৯ সালে ১.৩৯%-এ হ্রাস পেয়েছে (বিবিএস ২০০৯)। তবে প্রায় প্রতিটি সূচকেই ল্যমাত্রার তুলনায় আমরা পিছিয়ে রয়েছি।

মাতৃমৃত্যুর উচ্চ হার রোধে অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ২৮ মে তারিখটিকে দেশে প্রথমবারের মতো 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। ২০০১ সাল পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু পরবর্তী সরকার ২০০২ সালে দিবসটি উদ্‌যাপন বন্ধ করে দেয়। বর্তমান সরকার মতায় আসার পর পূর্ণোদ্যমে প্রতি বছর ২৮মে পুনরায় 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতেও এ দিবসটি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার ক্রমশ হ্রাস পাবে।

মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসের পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে এবারও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। তাই প্রতিটি জন্মই হোক সুপরিকল্পিত।

- গণেশ চন্দ্র সরকার,
পরিচালক (আইইএম), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

UNFPA

Thoraya Ahmed Obaid
Executive Director
United Nations Population Fund

Message

As we commemorate World Population Day, **"Everyone Counts"** is a theme that speaks to the inherent value and dignity of each human being.

The theme "Everyone Counts" highlights the compelling stories that numbers tell us about people. In Asia, when censuses and surveys identified sex-ratio imbalances and missing girls, governments responded, the media reported extensively on the disturbing trends and people were rallied to action. In Europe and other regions, policy debate heated up when data analysis examined the levels of replacement immigration needed to counteract declining and ageing populations.

Data can reveal striking situations in countries. Girls may be delaying marriage, an indigenous population may be drastically under-served, and higher rates of contraceptive use and skilled birth attendance may show progress towards improving maternal health, which is one of the Millennium Development Goals. Censuses, surveys and vital statistics provide critical data to guide plans, policies and programmes to meet people's needs and improve their lives. This data is crucial as we strive for universal access to education, HIV prevention, treatment, care and support, and reproductive health and the achievement of the Millennium Development Goals.

UNFPA, the United Nations Population Fund, actively supports countries in the 2010 round of censuses. Censuses are central to UNFPA's mandate and mission to support countries in using population data for policies and programmes to reduce poverty and to ensure that every pregnancy is wanted, every birth is safe, every young person is free of HIV/AIDS, and every girls and woman is treated with dignity and respect.

On this World Population Day, UNFPA asserts the right of everyone to be counted, especially women, girls, the poor and marginalized. Censuses and population data play a critical role in development and humanitarian response and recovery. With quality data we can better track and make greater progress to achieve the Millennium Development Goals, and promote and protect the dignity and human rights of all people.

Thoraya Ahmed Obaid

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৭ আষাঢ় ১৪১৭
১১ জুলাই ২০১০

বাণী

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহারের প্রেক্ষিতে দিবসটির প্রতিপাদ্য 'প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত' খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অর্জিত সাফল্যকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরামর্শ ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। সচেতনতা এবং পর্যাপ্ত সেবাসুবিধার অভাবে দরিদ্র শ্রেণীর দম্পতিদের মধ্যে সন্তান জন্মদানের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

বর্তমান সরকার গ্রামাঞ্চলে প্রতি ৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে।

এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মীগণ প্রতিমাসে ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।

সরকারের পাশাপাশি দেশের সকল বেসরকারি সংগঠন, গণমাধ্যম, সচেতন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ কাজে আরও নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

উপদেষ্টা
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'প্রতিটি জন্মই হোক পরিকল্পিত'– এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছরও বাংলাদেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এতে করে সর্বস্তরের জনগণ এবং সেবা কর্মীদের মধ্যে মানসম্মত সেবা সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

বর্তমান সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ